যীশু শতপতির দাসকে সুস্থ করেন

(Jesus Heals a Centurion's Servant)

লূক ৭ অধ্যায় ১-১০ পদ

আজ আমরা লূক লিখিত সুসমাচার ৭:১-১০ পদ পাঠ করেছি। আর এই অংশে আমরা দেখতে পাচ্ছি, খ্রীস্ট ক্রমাগত নিজেকে প্রকাশ করে চলেছেন। এখানে আমরা তাঁকে একজন মৃতপ্রায় মানুষকে তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতায় সুস্থ করতে দেখতে পাচ্ছি, এমনকী তিনি যখন সেই মৃতপ্রায় মানুষের থেকে অনেক দূরে ছিলেন।

যীশু তাঁর পার্থিব পরিচর্যার বেশির ভাগ সময় উত্তর ইস্রায়েলের গালীল প্রদেশে কাটিয়েছিলেন। তিনি যে স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি পৃথিবীর মাটিতে হারিয়ে যাওয়া আত্মাদের অন্বেষণ ও রক্ষা করতে এসেছেন (লূক ১৯:১০), তা তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কার্যে প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর প্রচার ও অলৌকিক কাজের দ্বারা, তিনি কে তা মানুষদের কাছে ক্রমশ প্রকাশ করেছেন।

লূকের লেখা যীশুর জীবনের বর্ণনা থেকে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাঁর সমতলে দত্ত উপদেশ শেষ করে, যীশু কফরনাহূম শহরে প্রবেশ করলেন। যীশু যদিও তাঁর শৈশব গালীলের নাসরতে কাটিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর পরিচর্যা গালীলের কফরনাহূম শহরকে কেন্দ্র করে সাধন করেছিলেন (মথি ৪:১৩)। এর আগে লূক ৪:৩১ পদে আমরা দেখেছি, যীশু নাসরত থেকে কফরনাহূমে প্রবেশ করেছেন। ৪:৩১ পদ থেকে ৬:১৯ পদ পর্যন্ত যীশুর যে কথা ও কাজ লূক লিপিবদ্ধ করেছে, তাদের সকলই এই কফরনাহূম শহরের সঙ্গে যুক্ত। তারপর ৬:২০-৪৯ পদে, লূক সমতলে দত্ত যীশুর উপদেশ লিপিবদ্ধ করেছে। ধরা যেতে পারে, সেই বিশাল জনতার কাছে যীশু যে স্থানে এই উপদেশ দিয়েছিলেন, তা কফরনাহূমের খুব কাছে অবস্থিত ছিল। তাই, পর্বত থেকে নেমেই যীশু এই নগরে প্রবেশ করেছিলেন।

শতপতির মৃতপ্রায় দাসকে সুস্থ করার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে, লূকের বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই, যীশু সেই পরজাতিয় শতপতির বিশ্বাসের প্রশংসা করে বলেছেন, ***"ইস্রায়েলের মধ্যেও আমি এত বড়ো বিশ্বাস দেখতে পাইনি"*** (৭:৯ পদ)। এই একই ঘটনার বর্ণনা আমার মথির লেখা সুসমাচারেও দেখতে পাই (মথি ৮:৫-১৩) এবং সেখানেও আমরা যীশুর মুখ থেকে এই শতপতির বিশ্বাসের প্রশংসা দেখতে পাই (মথি ৮:১০)। যীশুর নিজের মুখে সেই শতপতির প্রশংসা শুনে, আমরা আমাদের মনোযোগ এই পরজাতিয় শতপতির প্রতি কেন্দ্রীভূত করার প্রলোভন উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, ঈশ্বরই নিজের অনুগ্রহে তাঁকে এই বিশ্বাস দিয়েছিলেন। আর তাই, শতপতির পরিবর্তে ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতি, এবং এখানে যে বিশ্বাসের প্রশংসা করা হয়েছে, সেই বিশ্বাসের প্রতি আমরা আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করব।

১। প্রকৃত বিশ্বাস ভালোবাসার মাধ্যমে প্রকাশ পায়: ঈশ্বর আপন অনুগ্রহে যখন আমাদের তাঁর প্রতি বিশ্বাস দেন, তখন সেই বিশ্বাসকে আমরা বাহ্যিক আচরণের মাধ্যমে দেখতে পাই। যাকোব ২ অধ্যায়ে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, প্রকৃত বিশ্বাস কেবল চীৎকার করে বিশ্বাসের কথা মুখে বলে না, কিন্তু বিশ্বাস করে। যার অর্থ, প্রকৃত বিশ্বাস বাহ্যিক আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এই শাস্ত্রাংশে সেই শতপতির যে বিশ্বাসের প্রশংসা করা হয়েছে, তার মধ্যেও আমরা এই বৈশিষ্ট্যকে দেখতে পাই।

৭:২ পদে বলা হয়েছে, ***"তখন একজন শতপতির একটি দাস পীড়িত হয়ে মৃতপ্রায় হয়েছিল, সে তার প্রিয়পাত্র ছিল।"*** সেই ব্যক্তিকে যখন শতপতি বলা হয়েছে, তখন তার অর্থ, তিনি ১০০ জন সৈন্যের উপর পদাধিকারী ছিলেন। প্রাচীন রোমের এক একটি বাহিনী *(legion)* ৬,০০০ সৈন্য দ্বারা গঠিত হত। এই বাহিনী আবার ৬০০ সৈন্যের এক-দশমাংশে *(cohort)* বিভক্ত ছিল। এখন ১,০০০ জন সৈন্যের উপর যিনি পদাধিকারী ছিলেন, তাকে সহস্রপতি *(chiliarch)* বলা হত (প্রেরিত ২২:২৬), ১০০ জনের উপরে যে থাকত, তাকে শতপতি *(centurion)*; এবং ১০ জনের উপরে যে থাকত, তাকে দশপতি *(decurion)* বলা হত। এই সিস্টেম অনুসারে, একজন দশপতি

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

শতপতির কাছে তার কাজের রিপোর্ট করত; এবং শতপতি সহস্রপতির কাছে রিপোর্ট করত।

এই সময় গালীল ছিল হোরোদ আন্তিপাসের অধীনে। এখন তার সৈন্যদলে একজন রোমীয় শতপতিকে রাখার কারণ হল, এই সময় ইহুদি জনগণ তাদের উপর হোরোদ সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বকে ঘৃণা করত। সমগ্র নতুন নিয়মে মোট ২৩ বার শতপতিদের কথা বলা হয়েছে, এবং তাদের মধ্যে ১৯ বার লূকের লেখা সুসমাচার ও প্রেরিত পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় হল, নতুন নিয়মে যখনই শতপতিদের কথা বলা হয়েছে (মার্ক ১৫:৩৯; লূক ২৩:৪৭; প্রেরিত ১০:১:২; ২২:২৫-২৬; ২৪:২৩), তখন তাদের বিষয় ইতিবাচক কথা বলা হয়েছে। যীশুর ক্রুশারোপণের সময় যে শতপতি সেখানে উপস্থিত ছিল (মথি ২৭:৫৪), এবং কর্ণেলীয় নামে যে শতপতির (প্রেরিত ১০:৪৪-৪৮) কাছে পিতর প্রেরিত হয়েছিল, তারা যেমন যীশুর ঐশ্বরত্বকে স্বীকার করেছিল, এখানে এই শতপতিও যীশুর সার্বভৌম ক্ষমতাকে স্বীকার করেছে।

২ পদে, সেই শতপতির যে দাসের কথা বলা হয়েছে, সেই দাসকে বর্ণনা করতে গিয়ে যে গ্রিক শব্দ *(doulos)* ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ, ক্রীতদাস, অর্থাৎ তাকে ক্রয় করা হয়েছে, তার একজন মালিক আছেন, সে তাঁর ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধীন। কিন্তু সেই শতপতি এই ক্রীতদাসকে ভালোবাসত, সে তার প্রিয়পাত্র ছিল (২ পদ)। একজন পরজাতিয় রোমীয় প্রভু তার ক্রীতদাসকে কীভাবে ভালোবাসতে পারে। এটা সম্ভব হয়েছিল, কারণ ঈশ্বর তাঁর হৃদয়ে কাজ করেছিলেন, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসই তাকে এমন (অস্বাভাবিক) কাজ করতে বাধ্য করেছিল। কারণ তখনকার দিনে একজন ক্রীতদাস মানুষ নয়, কিন্তু একটি জীবন্ত হাতিয়ার *(tool)* ছিল, তাদের জীবন ও মৃত্যু তাদের প্রভুদের দ্বারা নির্ধারিত হত। এই সময় একজন ক্রীতদাস ও পশু বা সেই পশুতে টানা গাড়ীর একমাত্র পার্থক্য হল, দাস কথা বলতে পারত। কিন্তু ঈশ্বর-দত্ত বিশ্বাসের কারণে এই শতপতি ছিল অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

সেই ক্রীতদাসের প্রতি শতপতির ভালোবাসা, যীশুর সাহায্য অন্বেষণ করতে শতপতিকে বাধ্য করেছিল। ধরা যেতে পারে, গালীলে যীশুর পরিচর্যা সম্বন্ধে এই শতপতি ওয়াকিবহাল ছিল। যীশু কীভাবে গালীলের বিভিন্ন রোগিকে সুস্থ করেছেন, তা তিনি শুনেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, যীশু চাইলে তাঁর দাস সুস্থ হবে। আর তাই ***"তিনি যীশুর সংবাদ শুনে ইহুদিদের কয়েকজন প্রাচীনকে দিয়ে যীশুর কাছে নিবেদন করে পাঠালেন, যেন যীশু এসে তার দাসকে সুস্থ করেন।"*** এখন সেই সমস্ত ইহুদি প্রাচীনের পক্ষে এমন অনুরোধ নিয়ে যীশুর কাছে আসাটা সহজ কাজ ছিল না, কিন্তু সেই শতপতিকে যথেষ্ট সম্মান করার কারণে তারা এই কাজ করতে পেরেছিল। আর এই সমস্ত ইহুদি প্রাচীন সেই শতপতিকে সম্মান করত কারণ, ইহুদিদের জন্য সেই রোমীয় অনেক করেছিল। কারণ ***"সেই প্রাচীনরা যীশুর কাছে এসে আগ্রহপূর্বক বিনতি করে বলতে লাগল, আপনি যে তার জন্য এই কাজ করেন, তিনি তার যোগ্য। কারণ তিনি আমাদের জাতিকে প্রেম করেন, আর আমাদের সমাজগৃহ তিনি নিজে নির্মাণ করে দিয়েছেন"*** (৪-৫ পদ)। সেই সময় সমগ্র কফরনাহূমে কেবল একটিই সমাজগৃহ ছিল, আর সেই সমাজগৃহ নির্মাণে এই শতপতি আর্থিক সাহায্য করেছিল। এই কারণে প্রাচীনরা তাকে সম্মান করত। অন্যদিকে, এর থেকে ধরা যেতে পারে, এই শতপতি এর আগে যীশুকে খুব কাছ থেকে দেখেছিল। কারণ, তাঁর আর্থিক সাহায্যে যে সমাজগৃহ নির্মাণ করা হয়েছিল, সেখানেই যীশু এর আগে কত অলৌকিক কাজ করেছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন (লূক ৪:৩১-৩৭; মার্ক ১:২১-২৮)। এই সময় রোমীয়রা সাধারণতঃ ইহুদিদের মলিন জাতি ও বর্বর কুসংস্কারে পূর্ণ জাতি জ্ঞান করত। কিন্তু এই শতপতি ছিল তাদের থেকে পৃথক। কারণ ইতিমধ্যে ঈশ্বর তাঁর হৃদয়ে কাজ করেছিলেন, যার ফলস্বরূপ ইহুদিদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাব তাঁর মধ্যে ছিল না, এবং তাই তাদের জন্য এমন উদারতার কাজ তিনি করেছিলেন।

এখন, প্রশ্ন করা যেতে পারে, যীশুর প্রতি যদি সেই শতপতির এত বিশ্বাস ছিল, তাহলে তিনি নিজে কেন যীশুর কাছে যাননি? এখন লূকের লেখা সুসমাচারে, যদিও যীশুর কাছে কেবল প্রাচীনদের যাবার কথা বলা হয়েছে, মথির সুসমাচারে কিন্তু যীশুর কাছে শতপতির

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যাবার কথা বলা হয়েছে (মথি ৮:৫)। তাই, ধরা যেতে পারে, প্রথমে প্রাচীনদের পাঠালেও, পরে পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভব করে ও বিশ্বাসের আকর্ষণে তিনি নিজে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

২। প্রকৃত বিশ্বাস নম্রতার মাধ্যমে প্রকাশ পায়: এই ঘটনার বর্ণনায় আমরা একদিকে ইহুদি প্রাচীনদের কথায় যোগ্যতার দাবি, এবং অন্যদিকে পরিজাতি শতপতির প্রকৃত বিশ্বাসের নম্রতা দেখতে পাই। ৪ পদের শেষাংশে সেই প্রাচীনরা যীশুকে এমন কথা বলেছেন, *"আপনি যে তাঁর জন্য এই কাজ করেন, তিনি তার যোগ্য।"* অর্থাৎ, যীশুর সাহায্য লাভে যোগ্যতা হিসাবে ইহুদিরা এই শতপতির উৎকর্ষ জীবন বা সৎকাজকে নির্দেশ করেছে। এখন, ঈশ্বরের সাহায্য পাবার জন্য পাপী মানুষ আমরা কি কখনও নিজেদের যোগ্য করতে পারি? আমাদের কোনও সৎকাজ কি তাঁকে আমাদের সাহায্য করতে বাধ্য করতে পারে? আমাদের যোগ্যতা অনুসারে তিনি যদি আমাদের প্রতি ব্যবহার করতেন, তাহলে আমাদের একমাত্র প্রাপ্য বিষয় ছিল আমাদের পাপের প্রতি তাঁর শাস্তি ও দুর্দশা। তথাপি, সেই ইহুদি প্রাচীনরা সেই মিথ্যা মতবাদে বিশ্বাস করত যে, ব্যক্তিগত উৎকর্ষতার দ্বারা ঈশ্বরের সাহায্য ক্রয় করা সম্ভব।

তাদের এই মিথ্যা মতবাদের বিপরীতে, সেই পরজাতিয় শতপতি তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে তাঁর সত্য বিশ্বাসকে নত-নম্রতার দ্বারা প্রকাশ করেছেন। ৬ পদে, সেই শতপতি যীশুকে বলেছেন, *"প্রভু নিজেকে কষ্ট দেবেন না, কারণ আমি এমন যোগ্য নই যে, আপনি আমার ছাদের নিচে আসেন।"* ৩ পদে তিনি যীশুকে তাঁর বাড়ীতে আসতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে যখন তিনি চিন্তা করেছেন, তখন তিনি উপলব্ধি করেছেন, সেই অনুরোধ যথার্থ নয়। তিনি যত বেশি যীশুর বিষয় উপলব্ধি করেছেন, তিনি তত বেশি নিজের পাপময়তা উপলব্ধি করেছেন, এবং যীশুকে তাঁর গৃহে আসতে বলতে তিনি যে কতখানি অযোগ্য তা উপলব্ধি করেছেন। কেবল তাই নয়, তিনি এ কথাও চিন্তা করেছেন যে, যীশু যদি তার মতো একজন পরজাতির গৃহে প্রবেশ করেন, তাহলে যীশুকে কী ধরণের সামাজিক সমালোচনার মুখে পড়তে হতে পারে। কারণ, সেই সময়কার ইহুদি শিক্ষা ছিল, পরজাতিদের গৃহে প্রবেশ করতে ইহুদিরা নিজেদের অশুচি করত (প্রেরিত ১০২৮; ১১:২, ৩; যোহন ১৮:২৮)।

ইহুদিদের মিথ্যা মতবাদ যখন আমাদের কুষ্ঠী নামানকে (২রাজা ৫:১১-১২) স্মরণ করায়, অন্যদিকে, এই শতপতির মনোভাব আমাদের পিতরকে স্মরণ করায়, যীশু যে সার্বভৌম ঈশ্বর, তা জানতে পেরে পিতর যীশুর কাছে হাঁটু পেতে স্বীকার করে বলেছিল, *"আমার কাছ থেকে চলে যান, কারণ, হে প্রভু, আমি পাপী"* (লূক ৫:৮)। আবার আমরা সেই করগ্রাহীকে স্মরণ করতে পারি, যে তার পাপস্বীকার করে বলেছিল, *"হে ঈশ্বর, আমার প্রতি, এই পাপীর প্রতি দয়া কর"* (লূক ১৮:১৩)।

এই শতপতি নিজের পদমর্যাদা কিংবা সমাজগৃহ নির্মাণে আর্থিক সাহায্য করার কারণে যীশুর সাহায্য লাভে নিজেকে যোগ্য জ্ঞান করেননি। তাই, যীশুর পবিত্রতার বিপরীতে নিজের পাপময়তা তিনি যখন উপলব্ধি করেছেন, তখন, যীশু যে তাঁর বাড়ীতে আসেন, নিজেকে তার অযোগ্য জ্ঞান করেছেন; এবং তিনি যে যীশুর কাছে যান, তাতেও নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি করেছেন (৭:৭ পদ)। খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, ঈশ্বরের সুনজর পাবার যোগ্য আমরা কেউ নই; আর আমাদের যে কাজ করার প্রয়োজন ছিল, তা আমাদের পরিবর্তে খ্রীস্ট সম্পূর্ণ ভাবে সাধন করেছেন, তাঁর কাজের সঙ্গে আমাদের আর কিছু যোগ করার নেই।

তাই, তাঁর বাড়ী পর্যন্ত আসার পরিবর্তে, সেই শতপতি যীশুকে অনুরোধ করেছেন, *"আপনি বাক্যে বলুন, তাতেই আমার দাস সুস্থ হবে"* (৭খ)। যীশুর দ্বারা যে সমস্ত অলৌকিক কাজ সাধিত হয়েছে, তা শুনে এই শতপতি এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছেন যে, যীশু আদেশ করলেই তাঁর দাস সুস্থ হবে, যীশুকে কষ্ট করে তাঁর বাড়ীতে আসতে হবে না। শতপতি হিসাবে তিনি সহস্রপতির সমস্ত আদেশ পালন করতে বাধ্য ছিলেন; আবার দশপতিদের তিনি যা আদেশ করতেন, তারা তা পালন করতে বাধ্য ছিল। এই কথাই তিনি ৮ পদে বলেছেন। এই সত্যকে তিনি যীশুর প্রতি প্রয়োগ করেছেন, কারণ যীশুকে তিনি ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করেছেন, এই বিশ্ব-ভূমণ্ডলের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

উপর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায়, তাঁর আদেশ অনুসারে সমস্তই সাধিত হতে বাধ্য। তাঁর কথা পূর্ণ হবার জন্য তাঁর শারীরিক উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন নয়।

ঈশ্বরই সেই শতপতিকে এই বিশ্বাস দিয়েছেন, তিনি যেন কেবল যীশুতে আস্থা রাখেন, নির্ভর করেন। যীশু তাঁর বাড়ীতে আসলে তাঁর দাস সুস্থ হবে, আর না আসলে, তাঁর দাস সুস্থ হবে না, তা নয়। তিনি বিশ্বাস করেছেন যে, ঈশ্বর যেমন বাক্য দিয়ে শূন্য থেকে এই বিশ্ব-ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, ঠিন তেমনই, যীশুও কেবল তাঁর বাক্য দ্বারা তাঁর মৃতপ্রায় দাসকে সুস্থ করতে পারেন।

৩। প্রকৃত বিশ্বাস <u>সঠিক পাত্রে আস্থা</u> রাখে: আমরা এতক্ষণ ধরে প্রকৃত বিশ্বাসের কথা আলোচনা করতে গিয়ে, মূলতঃ সেই শতপতির প্রতি দৃষ্টি দিয়েছি। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, প্রকৃত বিশ্বাস হল, এর সঠিক <u>পাত্রে</u> *(object)* আস্থা রাখা। তাই, সেই শতপতি যে বিশ্বাস করেছিল, তার সেই বিশ্বাসের পাত্র, তথা যীশুর প্রতি আমরা আমাদের দৃষ্টি ফেরাব।

ইহুদি প্রাচীনরা যখন সেই শতপতির বাড়ীতে যাবার অনুরোধ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, তখন যীশু কী করেছিলেন, তা ৬ পদের শুরুতে ছোট্ট বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে, ***"যীশু তাদের সঙ্গে গেলেন।"*** মথি ৮:৭ পদে যীশু বলেছেন, ***"আমি গিয়ে তাকে সুস্থ করব।"*** অর্থাৎ, তিনি সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেননি। যীশু এমন কথা বলতে পারতেন, *"আরও আগে কেন আমার কাছে আসা হয়নি?"* কিংবা *"যেহেতু এই অনুরোধ এমন একজনের কাছ থেকে এসেছে, যে জাতিতে রোমীয়, তার জন্য আমি কিছুই করতে পারি না।"* কিংবা *"তিনি তোমাদের সমাজগৃহ নির্মাণ করায়, প্রাচীন তোমরা তার কাছে ঋণী হলেও, আমি নই; তাই, তাঁর অনুরোধে তার বাড়ী যাওয়া আমার সাজে না।"* না, এই ধরণের কোনও কথা বা যুক্তি আমরা যীশুর মুখে শুনতে পাই না। পরিবর্তে, তিনি তাঁর বাড়ীর উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন।

আবার রওনা দেবার পর, পথের মধ্যে যখন তাঁকে তাঁর বাড়ী পর্যন্ত আসতে মানা করা হয়েছে, তখনও তিনি অসন্তুষ্ট হননি। পরিবর্তে, সেই শতপতির কথা শুনে (আপনি বাক্যে বলুন, তাতে আমার দাস সুস্থ হবে), যীশু সকলের সামনে তাঁর বিশ্বাসের প্রশংসা করে বলেছেন, ***"আমি ইস্রায়েলের মধ্যেও এত বড়ো বিশ্বাস দেখতে পাইনি"*** (৯খ পদ)। লূক আরও লিখেছে, ***"যীশু তাঁর বিষয় আশ্চর্য জ্ঞান করলেন"*** (৯ক পদ)। অর্থাৎ, সেই শতপতির বিশ্বাস দেখে যীশু আশ্চর্য হয়েছিলেন। আবার মার্ক ৬:৬ পদে, যীশুর স্বদেশ, নাসরতের লোকদের বিষয় বলা হয়েছে, ***"তিনি তাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত আশ্চর্য জ্ঞান করলেন।"*** শেষ পর্যন্ত, এই বিশ্বাস ও অবিশ্বাসই আমাদের জীবনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই শতপতি উপলব্ধি করেছিল, প্রকৃত বিশ্বাসের ভিত্তি এর **পাত্র** *(object)*, এর **কর্তা** *(subject)* নয়। এর অর্থ, আমরা কতখানি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্বাস করি, তার উপর আমাদের উদ্ধার নির্ভর করে না; কিন্তু আমরা যাঁর উপর বিশ্বাস করি, তাঁর উপর আমাদের উদ্ধার নির্ভর করে। আমরা সমস্ত অন্তর দিয়ে নড়বড়ে পাহাড়ে বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু সেই বিশ্বাস আমাদের ওজনকে ধরে রাখতে পারে না। বিপরীতে শক্ত পাহাড়ই পারে আমাদের ওজন ধরে রাখতে, যদি কেবল আমরা তাতে আস্থা রাখি। বিশ্বাসের আন্তরিকতা নয়, কিন্তু দৃঢ় শৈল যীশুই পারেন আমাদের রক্ষা করতে। শতপতি সেই দৃঢ় শৈলে আস্থা রেখেছিলেন, তাঁর দাসও সুস্থ হয়েছিল (১০ পদ)।

আমরা কি প্রকৃত বিশ্বাসের অধিকারী? আমাদের বিশ্বাস কি ভালোবাসা, নম্রতা, ও আস্থার দ্বারা প্রকাশ পায়? আমাদের বিশ্বাসের পাত্র কি খ্রীস্ট? আজ, আমরা শিখলাম, প্রকৃত বিশ্বাস কেবল ফাঁকা আওয়াজ নয়, কিন্তু তা বিশ্বাস-স্বীকারোক্তির পাশাপাশি বিশ্বাস অনুসারে জীবন-যাপন। বিশ্বাসের আন্তরিকতা আমাদের উদ্ধার করে না, কিন্তু বিশ্বাসের সঠিক পাত্র, তথা যীশু দৃঢ় শৈলই আমাদের উদ্ধার করেন। তিনি বিস্ময়কর পরিত্রাতা। তিনি ঈশ্বরের গৌরবার্থে আমাদেরকে তাঁতে বিশ্বাস করতে আহ্বান করেন; আবার, আমরা যখন সেই আহ্বান শুনে তাঁতে আস্থা স্থাপন করি, তখন তিনি আমাদের প্রশংসা করে থাকেন; যদিও তিনি জানেন, এই বিশ্বাস আমাদের তৈরী নয়, তা হল, আমাদের প্রতি ঈশ্বরেরই দান।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com